

কারক

কৃ+ণক(অক) = কারক

কারক শব্দের অর্থ, যে করে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের যে সম্বন্ধ হয় তাকে কারক বলে।
যেমন- ‘রনি ফুটবল খেলছে’ এখানে ‘খেলছে’ একটি ক্রিয়াপদ। ‘খেলছে’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘রনি’ নামক নামপদের সম্বন্ধ হয়েছে। এই সম্বন্ধ বা সম্পর্কই কারক।

• **কারকের প্রকারভেদঃ** কারক ছয় প্রকার। যথা-

- | | |
|---------------|--------------------|
| ১। কর্তৃকারক, | ৪। সম্প্রদান কারক, |
| ২। কর্মকারক, | ৫। অপাদান কারক, |
| ৩। করণ কারক, | ৬। অধিকরণ কারক। |

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন- মিতা নাচে। [মিতা কর্তৃকারক], হাবিব কবিতা লেখে। [হাবিব কর্তৃকারক]

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ-

১) ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার। যথা-
ক) মুখ্যকর্তা, খ) প্রযোজক কর্তা, গ) প্রযোজ্য কর্তা ঘ) ব্যতিহার কর্তা।

ক) **মুখ্যকর্তা** :- যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্যকর্তা বলে। যেমন- সুমন ক্রিকেট খেলছে।

খ) **প্রযোজক কর্তা** :- মূল কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে কোন কাজ করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

গ) **প্রযোজ্য কর্তা** :- মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন- মা ছেলেকে ভাত খাওয়াচ্ছেন। শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

ঘ) **ব্যতিহার কর্তা** :- কোন বাক্যে যখন দুজন কর্তা একত্রে একজাতীয় কাজ করে তখন তাকে ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন- রাজায় রাজায় লড়াই। বাঘে-মহিষে একই ঘাটে জল খায়।

২) **বাক্যের প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী কর্তা তিন প্রকারের হতে পারে।** যথা-
ক) কর্মবাচ্যের কর্তা-কর্মপদ প্রাধান্য পায়। যেমন- পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।
খ) ভাববাচ্যের কর্তা- ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্য। যেমন- আমার যাওয়া হবে না।
গ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা- কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়। যেমন- ঘড়িটা চলে ভাল।

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে কর্মকারক বলে।
যেমন- মামুন পত্রিকা পড়ে [পত্রিকা কর্মকারক]
-বুমুর ছবি আঁকছে [ছবি কর্মকারক]

কর্মকারক দুই প্রকার- ক) মুখ্যকর্ম খ) গৌণকর্ম

কখনও কখনও কোন ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে। দুটির মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে যার মুখ্য সম্বন্ধ থাকে তাকে মুখ্যকর্ম বলে এবং ক্রিয়াপদের সাথে যার গৌণ সম্বন্ধ থাকে তাকে গৌণকর্ম বলে।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তু বাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়। গৌণ কর্মে বিভক্তি হয়। মুখ্য কর্মে হয় না।
যেমন- মা শিশুকে (গৌণ) চাঁদ (মুখ্য) দেখাচ্ছেন।

করণ কারক

করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র/ সহায়ক/ উপায়। অর্থাৎ যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন হয় তাকে করণ কারক বলে।

যেমন- আমরা কানে শুনি [‘কানে’ করণ কারক]
মন দিয়ে বিদ্যা অর্জন কর [‘মন দিয়ে’ করণ কারক]

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা বোঝায় তাকে ‘সম্প্রদান কারক’ বলে। যেমন- ভিখারীকে ভিক্ষা দাও। এ বাক্যে ভিখারীকে স্বত্ব ত্যাগ করেই দান করা হয়- তাই ‘ভিখারীকে’ সম্প্রদান কারক।

‘কাকে’ এ প্রশ্ন করে ক্রিয়াপদের সাথে সম্প্রদান কারকের সম্পর্ক বের করতে হয়। গরিবকে কাপড় দাও। এখানে কাকে দেবে? - ‘গরীবকে’ ফলে গরীবকে সম্প্রদান কারক।

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যূত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ‘কোথা হতে’ দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে অপাদান কারক বলে।

যেমনঃ উৎপন্ন- দুধ থেকে ছানা হয়। ভীত- শিক্ষককে বড্ড ভয় পাই
রক্ষিত- বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা।
বিরত- পাপে বিরত হও। পরাজিত- পরাজয়ে ডরে না বীর।
গৃহীত/প্রাপ্ত- পথে টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি। বঞ্চিত- কেন বঞ্চিত হব চরণে
চ্যুত- গাছ থেকে ফল পড়ে। শ্রান্ত- মায়ের মুখে গল্পটি শুনেছি।

★ ★ আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপাদান কারক হয়। যেমন-

- ❖ বস্তুর রূপান্তর ঘটলে। যেমন- তিলে তৈল হয়।
- ❖ ভিতর থেকে বাইরে গেলে। যেমন- স্কুল পালালো ভাল নয়।
- ❖ দূরত্ব বোঝালে। যেমন- ঢাকা থেকে যশোর তিনশো কিলোমিটার দূরে।
- ❖ তারতম্য বোঝালে। যেমন- মেহেদীর চেয়ে হাসান লেখাপড়ায় ভাল।
- ❖ কালবাচক শব্দের ক্ষেত্রে। যেমন- তিনদিন ধরে আমি জ্বরে ভুগছি।
- ❖ আধার- স্বর্গ থেকে পুষ্প বর্ষিত হল।

অধিকরণ কারকঃ

যে স্থানে বা যে সময়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে।
যেমন- পড়ুয়ারা ক্লাসে পড়ে [‘ক্লাসে’ অধিকরণ কারক]
অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ- অধিকরণ কারক তিন প্রকার।

ক) **কালাদিকরণঃ** ক্রিয়া সম্পাদনের কালকে/ সময়কে প্রকাশ করে।
যেমন- কাল সকালে এসো, বসন্তে ফুল ফোটে

খ) **আধারাদিকরণঃ** ক্রিয়া সম্পাদনের স্থানকে প্রকাশ করে।
যেমন- পুকুরে মাছ আছে, তুমি এই পথে যেয়ো

গ) **ভাবাদিকরণঃ** যদি কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য কোন ক্রিয়ার কোনরূপে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তখন তাকে ভাবাদিকরণ বলে। যেমন- সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়, কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। ভাবাদিকরণ কারকে সবসময় ৭মী বিভক্তি থাকে বলে ইহাকে ভাবে ৭মী বলা হয়।

আধারাদিকরণ আবার তিন প্রকারঃ

ক. কর্তৃকারক খ. কর্মকারক
গ. করণ কারক ঘ. অপাদান কারক

২১। 'ছাদে পানি পড়ে'-এই বাক্যে নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি বাক্য কোনটি সঠিক?

ক. অধিকরণে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী
গ. কর্মে ৭মী ঘ. করণে ৭মী

২২। 'জলকে চলো'-এর কারক ও বিভক্তি কী?

ক. কর্তায় ২য়া খ. সম্প্রদানে ৪র্থী
গ. কর্মে ৩য়া ঘ. অধিকরণে ৫মী

২৩। 'সর্বাস্থে ব্যাথা, ঔষধ দিব কোথা'-এই বাক্যে ঔষধ কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?

ক. কর্মকারকে শূন্য খ. সম্প্রদানে সপ্তমী
গ. অধিকরণে শূন্য ঘ. কর্তৃকারকে শূন্য

২৪। 'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন বাংলার ঘরে ঘরে?' 'ধান্যে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. কর্তায় ৭মী খ. কর্মে ৭মী
গ. করণে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

২৫। 'নিজের চেষ্টায় বড় হও' নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি কি?

ক. কর্মে ৭মী খ. করণে ৭মী
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী

২৬। কুকথায় পঞ্চমুখ- কোন কারক?

ক. অপাদান খ. অধিকরণ গ. করণ ঘ. সম্প্রদান

২৭। 'ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে'- কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. অপাদানে ৭মী খ. কর্মে প্রথমা
গ. করণে ৭মী ঘ. করণে শূন্য

২৮। "প্রফুল-কে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে" এখানে "দস্যুতে" কোন কারক?

ক. কর্তৃ কারক খ. কর্ম কারক
গ. করণ কারক ঘ. সম্প্রদান কারক

২৯। মনেতে আগুন জ্বলে চোখে কেন জ্বলে না- কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।

ক. অপাদানে ৭মী খ. অপাদানে ২য়া
গ. অধিকরণে ২য়া ঘ. অধিকরণে ৭মী

৩০। 'কান্নায় শোক কমে'-এ বাক্য কান্নায় কোন্ কারক?

ক. অধিকরণ খ. অপাদান গ. করণ ঘ. সম্প্রদান

উত্তরপত্র

১	ঘ	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ
৬	খ	৭	ক	৮	ঙ	৯	গ	১০	গ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ
১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	খ
২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক

সমাস

সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে

একটি বড় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া।

- বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি।
 - সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।
 - এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি।
 - সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে।
 - তবে খাঁটি বাংলা সমাসের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলোতে সংস্কৃতের নিয়ম খাটে না।
- সমাসের কয়েকটি পরিভাষা : সমস্‌ড় পদ, সমস্যমান পদ, ব্যাসবাক্য, পূর্বপদ, উত্তরপদ বা পরপদ।
- সমস্‌ড় পদ = সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্‌ড় পদ।
 - সমস্যমান পদ = সমস্‌ড় পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অস্‌ড়াত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।
 - ব্যাসবাক্য য = সমস্‌ড় পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য য বা বিগ্রহবাক্য।
 - পূর্বপদ = সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় পূর্বপদ
 - পরপদ = পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় উত্তরপদ বা পরপদ।
 - সমাস প্রধানত ছয় প্রকার :

১. দ্বন্দ্ব সমাস,
২. কর্মধারয় সমাস,
৩. তৎপুরুষ সমাস,
৪. বহুব্রীহি সমাস,
৫. অব্যয়ীভাব সমাস ও
৬. দ্বিগু সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর-বসে।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়

১. মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড় ইত্যাদি।
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুঠু ইত্যাদি।
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের ইত্যাদি।
৬. সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, ধন-দৌলত ইত্যাদি।
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।
৮. দুটো সর্বনামযোগে শব্দযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা ইত্যাদি।
৯. দুটো ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা ইত্যাদি।
১০. দুটো ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে ইত্যাদি।
১১. দুটো বিশেষণযোগে : ভাল-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল ইত্যাদি।

*অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন: দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে।

*বহুপদী দ্বন্দ্ব : তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা- নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দ্বন্দ্ব সমাস			
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অহিনকুল	অহি ও নকুল	ভীতি-বিহবলতা	ভীতি ও বিহবলতা
আসা-যাওয়া	আসা ও যাওয়া	হ্রাসবৃদ্ধি	হ্রাস ও বৃদ্ধি
আদ্যোপালম্	আদ্য ও উপালম্	পুঞ্জানুপুঞ্জ	পুঞ্জ ও অনুপুঞ্জ
ইতর-ভদ্র	ইতর ও ভদ্র	সত্যাসত্য	সত্য ও অসত্য
উত্তরোত্তর	উত্তর ও উত্তর	সৈন্যসামল্	সৈন্য ও সামল্
ওঠা-বসা	ওঠা ও বসা	পশুপাখি	পশু ও পাখি
কাগজ-কলম	কাগজ ও কলম	জ্ঞান-বিজ্ঞান	জ্ঞান ও বিজ্ঞান
কুশীলব	কুশী ও লব	অগ্রপশ্চাৎ	অগ্র ও পশ্চাৎ
ক্রীড়াকৌতুক	ক্রীড়া ও কৌতুক	বন্ধু-বন্ধব	বন্ধু ও বান্ধব
ক্ষতবিক্ষত	ক্ষত এবং বিক্ষত	ভক্তি-ভালবাসা	ভক্তি ও ভালবাসা
ক্ষুৎপিপাসা	ক্ষুৎ ও পিপাসা	বর্ষা-বাদল	বর্ষা ও বাদল
ঘরবাড়ি	ঘড় ও বাড়ি	উঁচুনিচু	উঁচু ও নিচু
জন্ম-মৃত্যু	জন্ম ও মৃত্যু	আচার-আচরণ	আচার ও আচরণ
জমা-খরচ	জমা ও খরচ	সর্দিকাশি	সর্দি ও কাশি
জনমানব	জন ও মানব	রস্ট্রকঠোর	রস্ট্র ও কঠোর
টক-মিষ্টি	টক ও মিষ্টি	কীর্তি-খ্যাতি	কীর্তি ও খ্যাতি
টাকাকড়ি	টাকা ও কড়ি	জনমানব	জন ও মানব
টাকাভাষ্য	টাকা ও ভাষ্য	অত্যাচার-অবিচার	অত্যাচার ও অবিচার
তালতমাল	তাল ও তমাল	পাত্রমিত্র	পাত্র ও মিত্র
দম্পতি	দম্ (জায়া) ও পতি	পথেঘাটে	পথে ও ঘাটে
দোয়াত-কলম	দোয়াত ও কলম	ফলমূল	ফল ও মূল
দেনাপাওনা	দেনা ও পাওনা	মাথামুঁ	মাথা ও মুঁ
দাস-দাসী	দাস ও দাসী	মতিগতি	মতি ও গতি
ধুতি-চাদর	ধুতি ও চাদর	যাতায়াত	গত (গম + ত্ত) ও আয়াত
নদ-নদী	নদ ও নদী	রাজা-বাদশা	রাজা ও বাদশা
নয়-ছয়	নয় ও ছয়	রাজা-উজির	রাজা ও উজির
নদীনালা	নদী ও নালা	লেখাপড়া	লেখা ও পড়া
পথঘাট	পথ ও ঘাট	লেনদেন	লেন ও দেন
শাকসবজি	শাক ও বজি	চর্ব্যচোষ্য	চর্ব্য ও চোষ্য
সভ্য-অসভ্য	সভ্য ও অসভ্য	গ্রাসাচ্ছাদন	গ্রাস (খাদ্য) ও আচ্ছাদন বস্ত্র
সোনারূপা	সোনা ও রূপা	আজকাল	আজ ও কাল
হাট-বাজার	হাট ও বাজার	দুঃখ-দারিদ্র্য	দুঃখ ও দারিদ্র্য
শ্রাব্য-অশ্রাব্য	শ্রাব্য ও অশ্রাব্য	স্বত্ব-স্বামিত্ব	স্বত্ব ও স্বামিত্ব
গুরুত্বপূর্ণ কিছু অলুক দ্বন্দ্ব সমাস			
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য		
বট-অশ্বখের	বট ও অশ্বখের		
ঘরেবাইরে	ঘরে ও বাইরে		
কোলেপিঠে	কোলে ও পিঠে		
তেলেবেগুনে	তেলে ও বেগুনে		
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে		
বনেবাদাড়ে	বনে ও বাদাড়ে		

মায়ে-ঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে
হাতেকলমে	হাতে ও কলমে
কেটে-ছিঁড়ে	কেটে ও ছিঁড়ে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
কাক-চিল-মাছরাঙা	কাক, চিল ও মাছরাঙা
গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা	গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা

কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার - মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস।

১. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যথা - সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ।

২. **উপমান কর্মধারয়** : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন- ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হল সাধারণ ধর্ম। যথা- তুষারশুভ্র, অরণ্যরাজা।

৩. **উপমিত কর্মধারয়** : সাধারণ গুণের উলে-খ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। মুখচন্দ্র, পুরুষসিংহ, অধরপল্লব ইত্যাদি।

৪. **রূপক কর্মধারয়** : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন- ক্রোধানল, বিষাদসিন্ধু, মনমাঝি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মধারয় সমাস	
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অর্ধপথ	অর্ধ যে পথ
সূক্ষ্মবুদ্ধি	সূক্ষ্ম যে বুদ্ধি
সজীববৃক্ষ	সজীব যে বৃক্ষ
প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল যে প্রাণ
অলসতন্দ্রা	অলস যে তন্দ্রা

ক্ষীণপ্রভা	ক্ষীণ যে প্রভা
সদ্যশোণিতচিহ্ন	সদ্য যে শোণিতের চিহ্ন
অক্ষয়কীর্তি	অক্ষয় যে কীর্তি
সংগ্রহগ্রন্থ	সংগৃহীত যে গ্রন্থ
অবশ্যকর্তব্যকর্ম	অবশ্যকর্তব্য যে কর্ম
আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু
আলুভাজা	ভাজা যে আলু
আয়কর	আয়ের উপর অর্পিত যে কর
উড়োজাহাজ	ওড়ে যে জাহাজ
নীলাকাশ	নীল যে আকাশ
নতজানু	নত যে জানু
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম
নিমরাজি	নিম (অল্প) রূপে রাজি
নীলাম্বর	নীল যে অম্বর
প্রিয়সখ	প্রিয় যে সখা
পীতাম্বর	পীত যে অম্বর
বেগুনভাজা	ভাজা এমন বেগুন
মহানবী	মহান যে নবী
মহাজন	মহান যে জন
মহাত্মা	মহতী যে আত্মা
মহাকাব্য	মহা যে কাব্য
মহাতর্ক	মহা যে তর্ক
মাতৃহীন	মাতৃহারা হয়েছে যে
মিঠাকড়া	যা মিঠা তাই কড়া মিঠা অথচ কড়া
মৌলভি সাহেব	যিনি মৌলভি তিনিই সাহেব
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনিই ঋষি
রাঙামাটি	রাঙা যে মাটি
রাজবাহাদুর	যিনি রাজা তিনিই বাহাদুর
লাটবাহাদুর	যিনি লাট তিনিই বাহাদুর
লালটুপি	লাল যে টুপি
লালফুল	লার যে ফুল
শান্ড-শিষ্ট	যে শান্ড সেই শিষ্ট
শুক্লাপঞ্চমী	শুক্লা যে পঞ্চমী
সিদ্ধহন্ড	সিদ্ধ যে হন্ড
সংলোক	সং যে লোক
সুনজর	সু যে নজর
সুপুরুষ	সু যে পুরুষ
হলুদ-বাটা	বাটা যে হলুদ
হেডমাষ্টার	যিনি হেড তিনিই মাষ্টার
হুস্তপুস্ত	যিনি হুস্ত তিনিই পুস্ত
হারামণি	হারানো যে মণি
সদগ্রন্থ	সং যে গ্রন্থ
পাকযন্ত্র	পরিপাকের যে যন্ত্র (প্রত্যঙ্গ)
রীতিপদ্ধতি	(প্রচলিত) রীতি সম্পর্কিত যে পদ্ধতি (ঘটনা)
পঞ্চস্বর	পঞ্চম (গানের সুর সংবলিত) যে স্বর
কটুকথা	কটু যে কথা

শক্ত-ব্যামো	শক্ত (দুরারোগ্য) যে ব্যামো (রোগ)
নীপবৃক্ষ	যেই নীপ সেই বৃক্ষ
পুণ্যতীর্থ	পুণ্য যে তীর্থ
উনবিংশ	উন (কম) যে বিংশ
সবর্ণ	সম যে বর্ণ
অবলা-জাতি	অবলা যে জাতি (নারী)
সৌসাদৃশ্য	সু যে সাদৃশ্য
স্থিরলক্ষ	স্থির যে লক্ষ
রৌদ্রদীপ্ত নদী	রৌদ্রদীপ্ত যে নদী
জজ সাহেব	যিনি জজ তিনিই সাহেব
নব-পৃথিবী	নব যে পৃথিবী
জীর্ণবরণ	জীর্ণ যে আচরণ
গুরুভার	গুরু যে ভার
দ্রুতগামী	যা দ্রুত তাই গামী
মহাসঙ্কট	মহা যে সঙ্কট
মুক্তকচ্ছ	মুক্ত যে কচ্ছ (কাছা)
খোশগল্প	খোশ যে গল্প
গূঢ়ার্থ	গূঢ় যে অর্থ
অচ্ছেদ্য-চক্র	অচ্ছেদ্য যে চক্র
ব-ব্যাকমার্কেট	ব-ব্যাক (কালো বা অবৈধ) যে মার্কেট
কাটামুঠু	কাটা যে মুঠু
ক্ষুধার্ত-বাছুর	ক্ষুধার্ত যে বাছুর
বর্জদ্রব্য	বর্জনের যোগ্য যে দ্রব্য
দীর্ঘশ্বাস	দীর্ঘ যে শ্বাস
ছোটখাটো	যা ছোট তাই খাটো
ছ্যাকড়া গাড়ি	ছক্কড় (নিকৃষ্ট ধরনের) যে গাড়ি
দূষিত পানি	দূষিত যে পানি
সামাজিক-জীবন	সামাজিক যে জীবন
তন্তুশ্বাস	তন্তু যে শ্বাস
গুরুত্বপূর্ণ কিছু মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অবরোধ-প্রথা	অবরোধে রাখার প্রথা
কার্যপরিকল্পনা	কার্য সাধনের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা
কার্যপরিকল্পনা	কার্য সাধনের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা
ত্রাণতৎপরতা	ত্রাণ-কার্যের তৎপরতা
সাংস্কৃতিস্বাতন্ত্র্য	সংস্কৃতি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য
আত্মস্বাতন্ত্র্য	আত্মা বিষয়ে যে স্বাতন্ত্র্য
প্রযুক্তি-বিদ্যা	প্রযুক্তি বিষয়ক যে বিদ্যা
ধনিতত্ত্ব	ধনি বিষয়ক তত্ত্ব
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না বিধৌত যে রাত
মুক্তিফৌজ	মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ যে ফৌজ
গন্ধবণিক	গন্ধ দ্রব্য বিষয়ক বণিক
প-াবন-অঞ্চল	প-াবিত যে অঞ্চল
মাছি মারা কেরানি	মাছি মারে যে কেরানি
জীবনদর্শন	জীবন সম্পর্কিত যে জিজ্ঞাসা
বস্ত্রজিজ্ঞাসা	বস্ত্র সম্পর্কিত যে জিজ্ঞাসা
জয়মুকুট	জয়সূচক/জয়ের সূচক যে মুকুট

স্বপ্নবৃত্তান্ত	স্বপ্ন বিষয়ক যে বৃত্তান্ত
শুক্রা একাদশী	শুক্র পক্ষের একাদশী
জ্যোতির্বিজ্ঞান	জ্যোতিষ্ক বিষয়ক যে বিজ্ঞান
ভ্রমণকার্য	ভ্রমণ বিষয়ক যে কার্য
ধর্মজ্ঞান	ধর্ম সম্পর্কিত যে জ্ঞান
ফৌজদারি আদালত	ফৌজদারি বিষয়ক যে আদালত
ধর্মবোধ	ধর্ম বিষয়ে যে বোধ
রাজাভরণ	রাজার ব্যবহার্য এমন আভরণ
দেবার্চনা	দেবতার উদ্দেশ্যে যে অর্চনা
মাঠকোঠা	মাটির তৈরি যে কোঠা (বাড়ি)
সৌন্দর্যতত্ত্ব	সৌন্দর্য বিষয়ক যে তত্ত্ব
চলি-শের কোঠা	চলি-শ হতে পঞ্চাশের মধ্যবর্তী কোঠা
কন্টকশয়ন	কন্টক সদৃশ শয়্যায় যে শয়ন
প্রাণভয়	প্রাণ হারানোর ভয়
গীতিকবিতা	গীতি (আত্মগত ভাব ও সুর) সংবলিত যে কবিতা
গৌরীদান	গৌরী (আট বছর) বয়সে যে কন্যা সম্প্রদান
তাম্রশাসন	তাম্রপাতে ক্ষোদিত যে অনুশাসন
ক্রীড়াকৌতুক	ক্রীড়া বিষয়ে যে কৌতুক
ধর্মকর্ম	ধর্মবিহিত কর্ম
খেয়াঘাট	খেয়া পারাপারের ঘাট
ঘরজামাই	ঘরে আশ্রিত জামাই
ঘিভাত	ঘি মাখা ভাত
চালকুমড়া	চালে ধরে যে কুমড়া
চিড়িয়াখানা	চিড়িয়ার জন্য যে খানা (ঘর)
ছায়াতরঙ্গ	ছায়া প্রদান করে যে তরঙ্গ
জীবনবীমা	জীবন হানির আশঙ্কায় যে বীমা
ডাকগাড়ি	ডাক বহনকারী গাড়ি
দুধভাত	দুধ মিশ্রিত ভাত
দুধসাপ্ত	দুধ মিশ্রিত সাপ্ত
দ্বাদশ	দ্বি (দুই) অধিক দশ
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট
বিষবাণ	বিষ মিশ্রিত বাণ
পলান্ন	পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন
প্রীতিভোজ	প্রীতি উপলক্ষে ভোজ
বৌভাত	বৌ-এর উপলক্ষে যে ভাত
বিজয়পতাকা	বিজয়-সূচক যে পতাকা
ভিক্ষান্ন	ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন
মুক্তিফৌজ	মুক্তির জন্য যে ফৌজ
মৌমাছি	মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি
মানিবাগ	মানি (টাকা) রাখার ব্যাগ
রক্তকমল	রক্ত বর্ণের যে কমল
রাজর্ষি	রাজা হয়েও যিনি ঋষি
রেলগাড়ি	রেলের ওপর চলে যে গাড়ি
শাকভাত	শাক মিশ্রিত ভাত
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত যে আসন

স্বাক্ষর	স্ব লিখিত যে অক্ষর
হাতঘড়ি	হাতে পরা হয় যে ঘড়ি
হাতপাখা	হাতে চালিত পাখা
হাঁটুজল	হাঁটু পরিমাণ জল
মস্ত্রোষধি	মন্ত্র দ্বারা প্রাপ্ত ঔষধি
গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপমান কর্মধারয়	
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা
বেনিয়ারুদ্ধি	বেনিয়ারদের মতো রুদ্ধি
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো
বীরদর্পে	বীরের ন্যায় দর্পে
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল
গজমূর্খ	মূর্খ গজের (হাতি) ন্যায়
গোবেচারী	গো-র ন্যায় বেচারী
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল
তুষার-শীতল	তুষারের ন্যায় শীতল
দুগ্ধধবল	দুগ্ধের ন্যায় ধবল
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক
মিশকালো	মিশির মত কালো
রক্তলাল	রক্তের ন্যায় লাল
শশব্যস্ত	শশের ন্যায় ধবল
শঙ্খধবল	শঙ্খের ন্যায় ধবল
হস্তিগুরু	হস্তির ন্যায় মূর্খ
গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপমিত কর্মধারয়	
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
করপল-ব	কর পল-বের ন্যায়
করকমল	কর কমলের ন্যায়
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়
চন্দ্রমুখ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়
চাঁদবদন	চাঁদের ন্যায় বদন
নরসিংহ	নর সিংহের ন্যায়
পদ্মচক্ষু	পদ্মের ন্যায় চক্ষু
পুরষসিংহ	পুরষ সিংহের ন্যায়
ফুলবাবু	বাবু ফুলের ন্যায়
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়
রক্তকমল	রক্তের ন্যায় কমল
পদ্মাসন	পদ্মের ন্যায় আসন
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ
গুরুত্বপূর্ণ কিছু রূপক কর্মধারয়	
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য
ক্রোধানল	ক্রোধ রূপ অনল
অগ্নিসমুদ্র	অগ্নি রূপ সমুদ্র
রক্তসমুদ্র	রক্ত রূপ সমুদ্র
কালচক্র	কাল রূপ চক্র

ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল
জ্ঞানালোক	জ্ঞান রূপ আলোক
দিলদরিয়া	দিলরূপ দরিয়া
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি

তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি কে, রে ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত।

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা - মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা।

৩. চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা - গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বসন্তের নিমিত্ত বাড়ি = বসন্তবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি।

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা - খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

৬. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন - গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা।

৭. নঞ তৎপুরুষ সমাস : না-বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা - ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ - অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাস : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন - জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পক্ষে জন্মে যা = পক্ষজ।

৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি

লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন - গায়ে পড়া = পায়েপড়া। এরূপ - ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তৎপুরুষ সমাস

২য়া তৎপুরুষ	
প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
কলাবেচা	কলাকে বেচা
গা-ঢাকা	গাকে ঢাকা
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপী সুখী
চরণাশ্রিত	চরণকে আশ্রিত
ছেলেভুলানো	ছেলেকে ভুলানো
ছাপোষা	ছা-কে পোষা
জাতিগত	জাতিকে গত
ভারপ্রাপ্ত	ভারকে প্রাপ্ত
ভুঁইফোঁড়	ভুঁইকে ফোঁড়
ভাত-রাঁধা	ভাতকে রাঁধা
বই-পড়া	বইকে পড়া
রথদেখা	রথকে দেখা
মা-হারা	মাকে হারা
হলুদ-বাটা	হলুদকে বাটা
বনবিনষ্ট	বনকে বিনষ্ট
নদীশাসন	নদীকে শাসন

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
তুষারাবৃত	তুষার দ্বারা আবৃত
চক্ষুনির্দিষ্ট	চক্ষু দ্বারা নির্দিষ্ট
এক-কম	এক দ্বারা কম
দৃষ্টিগোচর	দৃষ্টি দ্বারা গোচর
গুণহীন	গুণ দ্বারা হীন
জ্ঞানগোচর	জ্ঞান দ্বারা গোচর
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য
ঘিভাজা	ঘি দ্বারা ভাজা
ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ
টেকিছাঁটা	টেকি দ্বারা ছাঁটা
তাসখেলা	তাস দিয়ে খেলা

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
সমরায়োজন	সমরের জন্যে আয়োজন
খেলারমাঠ	খেলার নিমিত্ত যে মাঠ
ছাত্রাবাস	ছাত্রদের জন্যে আবাস
জীবনকাঠি	জীবনের জন্য কাঠি
জলকর	জলের নিমিত্ত কর
ডাকমাণ্ডল	ডাকের জন্যে মাণ্ডল
ডাকঘর	ডাকের নিমিত্ত ঘর

দেশপ্ৰীতি	দেশের জন্যে প্ৰীতি
দেশগৌরব	দেশের জন্যে গৌরব
পোস্ট-অফিস	পোস্টের নিমিত্ত অফিস
ফাঁসিকাঠ	ফাঁসির নিমিত্ত কাঠ
বসতবাড়ি	বসতের জন্যে বাড়ি
বিয়েপাগল	বিয়ের জন্যে পাগল
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তির জন্যে যুদ্ধ
রণসজ্জা	রণের নিমিত্ত সজ্জা

পঞ্চমী তৎপুৰ্ণ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
মেঘমুক্ত	মেঘ থেকে মুক্ত
আশ্রয়চ্যুত	আশ্রয় থেকে চ্যুত
নীতিভ্রষ্ট	নীতি থেকে ভ্রষ্ট
বামনেতার	বামন থেকে ইতার (বামনের চেয়ে নিম্নতর)
দেশপলাতক	দেশ থেকে পলাতক
পূর্ব-সতর্কতা	পূর্ব থেকে সতর্কতা
আদ্যন্দ	আদি থেকে অন্ত
আগাগোড়া	আগা থেকে গোড়া
ঋণমুক্ত	ঋণ থেকে মুক্ত
জন্মান্ত	জন্ম থেকে অন্ত
জেলখালাস	জেল থেকে খালাস
জেলমুক্ত	জেল থেকে মুক্ত
দলছাড়া	দল থেকে ছাড়া

ষষ্ঠী তৎপুৰ্ণ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
আকাশরাজ্যে	আকাশের রাজ্যে
কাজীপাড়া	কাজীর পাড়া
কর্মকর্তা	কর্মের কর্তা
ফুলঝুরি	ফুলের ঝুরি
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট
গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র
গৃহকর্তা	গৃহের কর্তা
ঘোড়গাড়ি	ঘোড়ার গাড়ি
চা-বাগান	চায়ের বাগান
ছাগদুগ্ধ	ছাগীর দুগ্ধ
জনপথ	জনগণের পথ
জনগণ	জনের গণ
নাতজামাই	নাতনীর জামাই
নৌবহর	নৌ-এর বহন
প্রশ্নকর্তা	প্রশ্নের কর্তা
বনম্পতি	বনের পতি
বাঁশঝাড়	বাঁশের ঝাড়
বনফুল	বনের ফুল
বিদ্যাসাগর	বিদ্যার সাগর
মালগাড়ি	মালের গাড়ি

সপ্তমী তৎপুৰ্ণ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
--------------	------------

সমবেদনাভরা	সমবেদনায় ভরা
পাহাড়-চড়া	পাহাড়ে চড়া
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি
দৃষ্টিগোচর	দৃষ্টিতে গোচর
দূরবীক্ষণ	দূরে বীক্ষণ (দেখা)
কোটরস্থিত	কোটরে স্থিত
রথারোহণ	রথে আরোহণ
কবিশ্রেষ্ঠ	কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
গাছপাকা	গাছে পাকা
গালভরা	গালে ভরা
জলমগ্ন	জলে মগ্ন
তালকানা	তালে কানা
ধর্মভীরু	ধর্মে ভীরু
পাপমতি	পাপে মতি

উপপদ তৎপুৰ্ণ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
শাস্ত্রকার	শাস্ত্র বর্ণনা করেন যিনি
কুস্তকার	কুস্ত করে যে
কাঠফোটা	কাঠকে ফাটায় যা
খেচর	খে'তে (আকাশে) চরে
গায়েপড়া	গায়ে পড়ে যে
গাঁটকাটা	গাঁট কাটে যে
ছেলেধরা	ছেলে ধরে যে
নীতিভ্রষ্ট	নীতি হতে ভ্রষ্ট যে

অলুক তৎপুৰ্ণ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
বনশ্রেণীর	বনের শ্রেণীর
কাব্যাকারে	কাব্যের আকারে
সভ্যতালোকে	সভ্যতার আলোকে
বাস্পাকুললোচনে	বাস্পাকুল লোচনে
রঙারকাঁদি	রঙার (কলার) কাঁদি
ঘাসের-আঁটি	ঘাসের আঁটি
জীবন-নাট্যের-অঙ্ক	জীবন নাটকের অঙ্ক
রাজার-আঙুল	রাজার আঙুল
গানের আসর	গানের আসর

নঞ তৎপুৰ্ণ সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অনাসক্ত	নয় আসক্ত
অনিষ্ট	নয় ইষ্ট
অসুখ	নয় সুখ
অনাচার	নেই আচার
অভাব	ন ভাব
অব্যয়	ন ব্যয়
অকাল	ন কাল
অনাদর	ন আদর

অনুব্র	ন উব্র
অধর্ম	ন ধর্ম
অনর্থ	ন অর্থ
অনাবৃষ্টি	নেই বৃষ্টি

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা - বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ড, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

১। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি: পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন - হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এ রকম : হতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্ত, কমবখ্ত ইত্যাদি।

২। ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি: বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। যথা - আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব। পরপদ কৃদন্তু বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন - দু কানকাটা, বোঁটখসা, ছা-পোষা, পা-চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

৩। ব্যতিহার বহুব্রীহি: ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যথা - হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি ভাবে - চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

৪। নঞ বহুব্রীহি: বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি বলে। নঞ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন - ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান। এরকম- বেহেড, নাচার, নির্ভুল, নাজানা, অজানা, নাহক, নিরুপায়, নির্বাঞ্ছাট, অবুঝ, অকেজো, বে-পরোয়া, বেহুঁশ, বেতার ইত্যাদি।

৫। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি: বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে।

যেমন- বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনিভাবে- গায়ে হলুদ, মেনিমুখো, বিড়ালক্ষী ইত্যাদি।

৬। প্রত্যয়ান্ড বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ড বহুব্রীহি। যথা- এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ + আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ + ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচ (খরচ+এ)। এ

রকম - দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, উনপাঁজুরে ইত্যাদি।

৭। অলুক বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা - মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার = গলায়গামছা (লোকটি)। এ রূপ- হাতে-ছড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে- বেড়ি, মাথায়-ছাঁতা, মুখে- ভাত, কানে-খাটো ইত্যাদি।

৮। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি: পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যথা- দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা। এ রূপ- চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

কিন্তু, সে (তিন) তার (যে যন্ত্রের) = সেতার (বিশেষ্য)

৯। নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি: দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অস্ফুট অপ যার = অস্ফুটী, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবনুত, পশ্চি হয়েও যে মুখ = পশ্চিমুখ ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অনাদি	নাই আদি যার
অল্পবুদ্ধি	অল্প বুদ্ধি যার
অস্থির	স্থির নয় যে
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার
আয়তলোচন	আয়ত লোচন যার
উনপাঁজুরে	উন (দুর্বল) পাঁজর যার
উর্গনাভ	উর্গা নাভিতে যার
একচোখা	এক দিকে চোখ যার
উপপত্তিক	উপপত্তি (সিদ্ধান্ত) দ্বারা প্রতিপন্ন যা
ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার
ঘরপোড়া	ঘর পুড়েছে যার
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যার
মাতৃহীন	মতা নাই যার
চারহাতি	চার হাত পরিমাণ যার
চৌকাঠ	চৌ কাঠ আছে যার
চতুস্তদ	চার পদ বিশিষ্ট যা
চতুস্তদী	চার পদ আছে যার
ছিন্নশাখ	ছিন্ন হয়েছে যে শাখা
জোরবরাতে	জোর বরাত যার
তেপায়া	তে পায়া আছে যাতে
তেভাগা	তিন ভাগ যার
তিমিরকুন্ডলা	তিমিরের ন্যায় কুন্ডল যার
দশহাতি	দশ হাত পরিমাণ যার
দশগজি	দশ গজ পরিমাণ যার
দশানন	দশ আনন যার
দ্বীপ	দু দিকে অপ (জল) যার
দিগম্বর	দিক অম্বর যার

নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার
নীলাম্বর	নীল অম্বর যার

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
কানাকানি	কানে কানে যে কথা
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন
গলাগলি	গলায় গলায় যে মিলন
চুলাচুলি	চুল টেনে টেনে যে দ্বন্দ্ব
ঠেলাঠেলি	ঠেলে ঠেলেযে দ্বন্দ্ব
রক্তারক্তি	রক্তপাত করে যে যুদ্ধ
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে সংঘর্ষ
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে দ্বন্দ্ব
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া

নঞ বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অপার্থিব	নয় পার্থিব যা
অবিশ্বাস্য	নয় বিশ্বাসযোগ্য যা
বেশরম	নেই শরম যার
অদৃশ্য	নয় দৃশ্যমান যা
নির্ভীক	নেই ভয় যার
অবাপ্তিত	নয় বাপ্তিত যে / যা
আনাড়ি	নেই নাড়িজ্ঞান যার
অসার	নেই সার যাতে
অগোচর	নয় গোচর যা
অশাল্লভ	নয় শাল্লভ যে / যা

অলুক বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
গায়ে-হলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
পায়েবেড়ি	পায়ে বেড়ি আছে যার
মুখেভাত	মুখে ভাত দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

উপমাবাচক বহুব্রীহি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
কোকিলকণ্ঠী	কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যার
কটাচোখো	কটা চোখ যার
মৃতপ্রায়	মৃতের ন্যায় অবস্থা যার

অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিম্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লক্ষিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলক্ষিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হল।

- সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।
- বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতি ক্ষণে, ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ।
- অভাব (নিঃ = নির) : আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব = নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
- পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।
- সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর। এছাড়া-উপগ্রহ, উপবন।
- অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ - যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।
- অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।
- বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধবাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।
- পশ্চাৎ (অনু) : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন।
- ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
- ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।
- পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। (পরি বা সম)
- দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ। এ রূপ - প্রপিতামহ।
- প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিশ্ব।
- প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রতুত্তর।

উলি-খিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কিছু সমাস রয়েছে। যেমন- প্রাদি, নিত্য, সমাস। যেমন--

১. **প্রাদি সমাস** : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যথা - প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ - পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

২. **নিত্য সমাস** : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। তদর্থ বাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন- অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু অব্যয়ীভাব সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
অনুক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে
প্রত্যক্ষ	অক্ষির প্রতি
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব

আচক্রবালবিস্তৃত	চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত
অনুরূপ	রূপের সদৃশ
অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে
অনুকূল	কূলের পক্ষে
আকর্ষণ	কর্ষণ পর্যন্ত
আমরণ	মরণ পর্যন্ত
আজন্ম	জন্ম অবধি
আমূল	মূল পর্যন্ত
আপাদমস্ক্র	পা থেকে মাথা পর্যন্ত
আসমুদ্র	সমুদ্র পর্যন্ত
আলুনি	নুনের অভাব
আজানু	জানু পর্যন্ত
উপকূল	কূলের সমীপে
উপকর্ষণ	কর্ষণের সমীপে
উপনদী	নদীর সদৃশ
উপদ্বীপ	দ্বীপের সদৃশ
উপবন	বনের সদৃশ
উপজেলা	জেলার ক্ষুদ্র
উপসাগর	সাগরের ক্ষুদ্র
উপভাষা	ভাষার সদৃশ
উপজীবিকা	জীবিকার সদৃশ
উচ্ছ্বাস	শ্বাসকে অতিক্রান্ত

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাদি সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
প্রতিহিংসা	প্রতি যে হিংসা
উৎকর্ষিত	উৎ যে কঠিত

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিত্য সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
কালান্দ্র	অন্য কাল
চড়ামাত্র	কেবল চড়া
গ্রামান্দ্র	অন্য গ্রাম
উদ্বাস্ত	বাস্ত হতে উৎখাত
গৃহান্দ্র	অন্য গৃহ
জনৈক	এক জন
রক্তিমাত	ঈষৎ রক্তিম
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন

দ্বিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাব্যাক্ত শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন - তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্ত্রের সমাহার = চৌরাস্ত্র, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা। এ রূপ - অষ্টধাতু, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র, শতাদী, পঞ্চবটী, ত্রিফলা ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু দ্বিগু সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য
চৌরাস্ত্র	চৌ (চার) রাস্ত্রের সমাহার
চৌমাথা	চৌ (চার) মাথার সমাহার
চোখজোড়া	জোড়া চোখের সমাহার
চৌমুহনী	চৌ (চারি) মোহনার সমাহার
চৌচির	চৌ চিরের সমাহার
চতুর্দশপদী	চতুর্দশ পদের সমাহার
ত্রিফলা	ত্রি (তিন) ফলের সমাহার
ত্রিভুবন	ত্রি (তিন) বুবনের সমাহার
ত্রিজগৎ	ত্রি (তিন) জগতের সমাহার
ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার
ত্রিরত্ন	ত্রি (তিন) রত্নের সমাহার
তেমাথা	ত্রি (তিন) মাথার সমাহার
তেতলা	ত্রি (তিন) তলার সমাহার
তেপান্দ্র	ত্রি (তিন) প্রান্দ্রের সমাহার
দুআনি	দু আনার সমাহার
দুবেলা	দুই বেলার সমাহার
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার
পঞ্চবটি	পঞ্চ বটের সমাহার
পঞ্চনদ	পঞ্চ নদের সমাহার
শতাদী	শত অন্দের সমাহার
শতবর্ষ	শত বর্ষের সমাহার
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার
সাতসমুদ্র	সাত সমুদ্রের সমাহার

গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

- উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলে কোন সমাস হয়?
ক. দ্বিগু খ. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
গ. তৃতীয়া তৎপুরুষ ঘ. অব্যয়ীভাব
- দুটো ক্রিয়া বিশেষণ যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস কোনটি?
ক. কম-বেশি খ. দেখা-শোনা
গ. ধীরে-সুস্থে ঘ. দুধে-ভাতে
- দ্বন্দ্ব সমাসের বিপরীত সমাস কোনটি?
ক. অব্যয়ীভাব খ. দ্বিগু
গ. কর্মধারয় ঘ. বহুব্রীহি
- তৎপুরুষ সমাস কত প্রকার?
ক. সাত প্রকার খ. আট প্রকার
গ. নয় প্রকার ঘ. দশ প্রকার
- কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ?
ক. চৌচালা খ. ত্রিমোহনা
গ. তেপায়া ঘ. দশগজি
- দ্বিগু সমাসে সমাস নিষ্পন্ন পদটি কোন পদ হয়?
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. সর্বনাম ঘ. অব্যয়
- বিপ্সা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস কোনটি?
ক. আনত খ. অনুক্ষণ
গ. উপকূল ঘ. যথারীতি
- কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাস?
ক. চুলের কাঁটা খ. কানে-কলম

- গ. হাতে-ছড়ি ঘ. মাথায়-ছাতা
- ০৯। কোনটি সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস?
ক. মাসি-পিসি খ. পোকা-মাকড়
গ. নয়-ছয় ঘ. দা-কুমড়া
- ১০। কোনটি মিলনার্থক শব্দ যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব?
ক. হাত-পা খ. ভাল-মন্দ
গ. চা-বিস্কুট ঘ. কাপড়-চোপড়
- ১১। একশেষ দ্বন্দের উদাহরণ কোনটি?
ক. দা-কুমড়া খ. দম্পতি
গ. নয়-ছয় ঘ. স্বর্গ-নরক
- ১২। দ্বিগু সমাসকে কোন সমাসের অন্ডভুক্ত করা হয়?
ক. কর্মধারয় খ. তৎপুর্ষ
গ. বহুব্রীহি ঘ. অব্যয়ীভাব
- ১৩। সাদৃশ্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস কোনটি?
ক. উপকূল খ. উপশহর
গ. উপকণ্ঠ ঘ. প্রতিকূল
- ১৪। 'পকেটমার' সমাসবদ্ধ পদটি কোন সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন?
ক. উপপদ তৎপুর্ষ খ. অলুক তৎপুর্ষ
গ. দ্বন্দ্ব ঘ. অব্যয়ীভাব
- ১৫। যে যে পদ মিলে সমাস গঠিত হয় তার প্রত্যেকটিকে বলে-
ক. সমস্যমান পদ খ. সমস্ভূ পদ
গ. ব্যাসবাক্য ঘ. বিগ্রহবাক্য
- ১৬। কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস?
ক. কম-বেশি খ. হাত-পা
গ. জলে-স্থলে ঘ. মা-বাপ
- ১৭। দুটো ক্রিয়া বিশেষণযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস কোনটি?
ক. দেখা-শোনা খ. ধীরে-সুস্থে
গ. ভাল-মন্দ ঘ. আসল-নকল
- ১৮। অনেক ব্যাকরণবিদ দ্বিগু সমাসকে কোন সমাসের অন্ডভুক্ত করেছেন?
ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয়
গ. অব্যয়ীভাব ঘ. তৎপুর্ষ
- ১৯। কোনটি প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব?
ক. ধুতি-চাদর খ. উনিশ-বিশ
গ. মাথা-মুণ্ট ঘ. জ্বিন-পরী
- ২০। 'পৌনে' শব্দটি কোন সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন?
ক. তৃতীয়া তৎপুর্ষ খ. পঞ্চমী তৎপুর্ষ
গ. দ্বিতীয়া তৎপুর্ষ ঘ. ষষ্ঠী তৎপুর্ষ

উত্তরমালা

১	গ	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ
৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	খ	১০	গ
১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক
১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ